মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন ছক

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নামঃ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও এর আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থার সংখ্যা ৪ টি

প্রতিবদনাধীন বছর: ২০১৯-২০২০ **প্রতিবেদন প্রস্তুতির তারিখঃ ৩০ জুলাই ২০২০**

(১) প্রশাসনিক

১.১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	৯৩	৬৭	২৬	--	
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	২২১২৩	১৩৯০৩	৮২২০	--	--
জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর	৪৬০	৩২২	১৩৮	১০	বছর ভিত্তিক সংরক্ষিত ৩১ (একত্রিশ) টি অফিস সহায়ক পদের মধ্যে বর্তমানে ১০(দশ) জন কর্মরত আছে।
ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	১৫২	৯৯	৫৩	৩০	দ্বৈত বেঞ্চ-রংপুর এর প্রতিবেদনাধীন বছরে অনুমোদিত পদের হ্রাস/বৃদ্ধি হয়নি।
কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	৬৫	৪৪	২১	--	--
মোট	২২,৮৯৩	১৪,৪৩৫	৮,৪৫৮	৪০	

১.২ শূন্যপদের বিন্যাস

অফিসের নাম	অতিরিক্ত সচিব/তদূর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	--	--	১৩	০৮	০৪	০১	২৬
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	--	--	৫৬৭	২০৩৯	৪৬৪৪	৯৭০	৮২২০
জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর	--	--	২২	১৯	৭৫	২২	১৩৮
ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	নেই	প্রযোজ্য নয়	০৭	নেই	২৭	১৯	৫৩
কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	০	০	০১	০১	১৬	০৩	২১
মোট			৬১০	২০৬৭	৪৭৬৬	১০১৫	৮৪৫৮

১.৩ অতীব গুরুত্বপূর্ণ (Strategic) পদ (অতিরিক্ত সচিব/সমপদমর্যাদাসম্পন্ন/সংস্থা-প্রধান/তদূর্ধ্ব) শূন্য থাকলে তার তালিকাঃ নাই।

১.৪ শূন্যপদ পূরণে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনাঃ

মুজিবনগর কর্মচারী হিসাবে দাবীদার ব্যক্তিবর্গ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন শুল্ক ভবন, কমিশনারেট, পরিদপ্তর ও অধিদপ্তরসমূহে মোট ২৪ টি দপ্তরে চাকুরি পাওয়ার জন্য মহামান্য হাইকোর্টে ৭৬ টি রীট মামলা দায়ের করে। উক্ত রীট মামলার সহিত জড়িত আবেদনকারীর সংখ্যা উচ্চমান সহকারী ৩২, অফিস সহকারী ১৯৩, সিপাই ২২৮ এবং এম, এল, এস. এস (অফিস সহায়ক) ১১৭ জনসহ মোট ৫৭০ জন। মহামান্য হাইকোর্টে উক্ত রীট মামলার কারণে দীর্ঘদিন যাবৎ পদগুলোতে নিয়োগ প্রদান করা যাচ্ছে না।

করোনা পরিস্থিতির কারণে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ৯৮ টি পদে চলমান নিয়োগের কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে।

১.৫ অন্যান্য পদের তথ্য

অফিসের নাম	প্রতিবেদনাধীন বছরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরের জন্য প্রক্রিয়াধীন পদের সংখ্যা
১	২	৩
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	--	--
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	--	--
জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর	--	--
ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	--	--
কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	--	--
মোট	--	--

১.৬ নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান

অফিসের নাম	প্রতিবেদনাধীন বছরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	১৭৯	-	-	২	-	২	১। বিসিএস (কর) ক্যাডারে ৭৫ জন এবং (শুল্ক ও আগবারি) ক্যাডারের ১০৪ জনসহ বিভিন্ন গ্রেডে ১৭৯ জনকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। ২। রাজস্ব খাতভুক্ত ১ম শ্রেণির (গ্রেড-৯) পদে ০২ জন কর্মচারীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়।
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	২২	৪০১	৪২৩	১৪৬	১৮৫	৩৩১	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রদান করা হয়।
জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর	--	১০	১০	৭	-	৭	-
ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	-	-	-	--	-	-	-
কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	--	৩	৩	--	৪	৪	-
মোট	২০১	৪১৪	৪৩৬	১৫৩	১৮৯	৩৪৪	-

১.৭ ভ্রমণ/পরিদর্শন (দেশে)

ভ্রমণ/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা)	মন্ত্রী/উপদেষ্টা	প্রতিমন্ত্রী/ উপমন্ত্রী/স্পেশাল এ্যাসিটেন্ট	সচিব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন	--	--	০৫	--
পার্বত্য চট্রগ্রামে ভ্রমণ	--	--	--	--

১.৮ ভ্রমণ/পরিদর্শন (বিদেশে)

ভ্রমণ/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা)	মন্ত্রী/উপদেষ্টা	প্রতিমন্ত্রী/ উপমন্ত্রী/স্পেশাল এ্যাসিসটেন্ট	সচিব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
	--	--	০৪	--
	--	--	--	--

১.৮ উপরোক্ত ভ্রমণের পর ভ্রমন বৃত্তান্ত/পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিলের সংখ্যাঃ প্রযোজ্য নহে।

(২) অডিট আপত্তি

২.১ অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৯ থেকে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত)

(টাকার অঙ্ক কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	২০	৪.৩৯	২০	১৭	--	০৩	--
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	১২০৪৩	২৫৯৮২.০৬	৯৭২০	২০২০	৫৪২৪.২৬	১০০২৩	২০৬০৪.৬৫
জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর	৩১৯	১৪৬৭৬	-	৮৯	১২.৩৬	২৩০	১৪,৬৬৪.০০
ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	--	--	--	--	--	--	--
কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	--	--	--	--	--	--	--
মোট	১২,৩৮২	৪০৬৬২.৪৫	৯৭৪০	২১২৬	৫৪৩৬.৬২	১০,২৫৬	৩৫২৬৮.৬৫

২.২ অডিট রিপোর্টে গুরুতর/বড় রকমের কোন জালিয়াতি/অর্থ আত্মসাৎ, অনিয়ম ধরা পড়ে থাকলে সেসব কেসসমূহের তালিকাঃ নাই

(৩) শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা)

অফিসের নাম	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (২০১৮-১৯) মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর সংস্থাসমূহের পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
		চাকুরিচ্যুতি /বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দন্ড	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	৭৬	৬	১২	৫	২৩	৫৩

(৪) সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা (০১ জুলাই ২০১৯ থেকে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত)

অফিসের নাম	সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/আওতাধীন মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	--	--	--	--	--
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	১২	১২০	--	১৩২	৮৯
জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর	--	--	--	--	--
ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	--	১০	--	১০	--
কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	--	--	--	--	--
মোট	১২	১৩০		১৪২	৮৯

(৫) মানবসম্পদ উন্নয়ন

৫.১ দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০১৯ থেকে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত)

অফিসের নাম	প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	এ বিভাগ ও সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২	৩
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	০৫	১৬৪
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	৭৩	৭৫৬
জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর	২৫	২২০৫
ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	২০	৪০০
কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যু:	--	--
মোট	১২৩	৩৫২৫

৫.২ মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (২০১৯-২০) কোন ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকলে তার বর্ণনাঃ ৬০ ঘন্টা, অফিস ব্যবস্থাপনা, আচারণ বিধি. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও ই-ফাইলিং প্রশিক্ষণ (কর্মকর্তা/কর্মচারী-৫২)।

৫.৩ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণ বা মনোনয়নের ক্ষেত্রে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনাঃ নাই

৫.৪ মন্ত্রণালয়ে অন-দ্য-জব ট্রেনিং (OJT)- এর ব্যবস্থা আছে কি-না; না থাকলে অন-দ্য-জব ট্রেনিং আয়োজন করতে বড় রকমের কোন অসুবিধা আছে কি-না? না

৫.৫ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (০১ জুলাই ২০১৯ থেকে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত) প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যাঃ ২৬২ জন।

(৬) সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৯ থেকে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত)

অফিসের নাম	দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
১	২	৩
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	৩	৩৬০
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	১৯	৫০৭
ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	-	-
কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	--	--
জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর	--	--
মোট	২২	৮৬৭

(৭) তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন

অফিসের নাম	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ইন্টারনেট সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে ল্যান (LAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ /সংস্থাসমূহে ল্যান (WAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা	
					কর্মকর্তা	কর্মচারী
১	১	২	৩	৪	৫	৬
অভ্যন্তরীণ সম্পদবিভাগ	৫৭	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	৩৪	২৮
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	২৮২	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	১১২	১৫৭
জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর	১৭৭	হ্যাঁ	নাই	নাই	১১০	১০০
ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	৪৯	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	২৫	৩০
কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	১৭	হ্যাঁ	হ্যাঁ	না	০৯	১০

(৮) সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ের লভ্যাংশ/মুনাফা/আদায়কৃত রাজস্ব থেকে সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ

(কোটি টাকায়)

		২০১৯-২০		২০১৮-১৯		হ্রাস(-)/বৃদ্ধির (+) হার	
		লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন
১		২	৩	৪	৫	৬	৭
রাজস্ব আয়	ট্যাক্স রেভিনিউ	৩০০৫০০.০০	২১৮৬০৪.০৫ (সাময়িক)	২৮০০৬৩.০০	২২৩৪৬১.৮৯	(+)৭.৩০%	(-)৩.৬৮%
	নন-ট্যাক্স রেভিনিউ	--	২৮৭৯.২২ (সাময়িক)		--	--	--
উদ্বৃত্ত (ব্যবসায়িক আয় থেকে)							
লভ্যাংশ থেকে							

(৯) প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি/আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন/সমস্যা-সংকটঃ নাই।

৯.১ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে নতুন আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন করে থাকলে তার তালিকা: প্রযোজ্য নয়।

৯.২ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে সম্পাদিত **গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য** কার্যাবলি:

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ:

(১) ২০১৯-২০ অর্থবছরের বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে বিসিএস (শুল্ক ও আবগারি) ক্যাডারে ১০৪ জন বিসিএস (কর) ক্যাডারের ৭৫ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি ও কর ক্যাডারের ১১ জন কর্মকর্তাকে চাকুরিতে স্থায়ীকরণ করা হয়। এছাড়াও অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের ০২ জনসহ এর অধীনস্থ দপ্তরসমূহে ১৫৫ জন কর্মকর্তা ও ১৮৯ জন কর্মচারীসহ সর্বমোট ৩৪৪ জনকে নতুন নিয়োগ এবং ২২ জন কর্মকর্তা ও ৪১৪ জন কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়।

(২) প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (২০১৯-২০) ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণে অফিস ব্যবস্থাপনা, আচারণ বিধি. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও ই-ফাইলিং এ ৫২ জন, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাগণের কাজের গুণগত মান মূল্যায়ন এবং উত্তম চর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখছে। শুদ্ধাচার কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ বিভাগের একজন কর্মকর্তা ও একজন কর্মচারীকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

(৩) 'বাংলাদেশ সচিবালয় (ক্যাডার বহির্ভূত গেজেটেড কর্মকর্তা এবং নন-গেজেটেড কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৪' অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের রাজস্ব খাতভুক্ত ১ম শ্রেণির (গ্রেড-৯) পদে ০২ জনকে নতুন নিয়োগ প্রদান করা হয়।

(৪) রুলস অব বিজনেস অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দুটি গুরুত্বপূর্ণ ক্যাডার বিসিএস (কর) ও বিসিএস (শুল্ক ও আবগারী) ক্যাডারের কর্মকর্তাগণসহ উল্লিখিত ৪টি দপ্তরের প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাগণের পদোন্নতি, উচ্চতর গ্রেডসহ অন্যান্য চাকরিগত সুবিধা প্রদানের বিষয়গুলো এ বিভাগ হতে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। বর্তমানে কর্মরত বিসিএস (কর) ক্যাডারে ৩৬তম বিসিএস এবং বিসিএস (শুল্ক ও আবগারী) ক্যাডারে ৩১তম ব্যাচসহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণের ডোসিয়ার ব্যবস্থাপনা অধিকতর উন্নতকরণের লক্ষ্যে এ বিভাগের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)'র আবশ্যিক উদ্দেশ্য (১)'র কার্যপদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন'র অংশ হিসাবে উক্ত কর্মকর্তাগণের এসিআর ব্যবস্থাপনা Digitized করার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনাক্রমে এসিআর Online সেবা চালু করা হয়েছে। বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন (এসিআর) সেবা Online করার ফলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ তাঁদের নিজ নিজ এসিআর সংক্রান্ত তথ্য দেখতে পারেন। একই সাথে এসিআর এর রিপোর্ট সরাসরি অনলাইন থেকে প্রিন্ট করার সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় দাপ্তরিক কাজে গতিশীলতা তৈরি হয়েছে।

(৫) নাগরিক সেবার আওতায় Online-এ CIP'র আবেদন করার প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে। এ ছাড়াও সঞ্চয় স্কীমসমূহের তথ্য সম্বলিত "সঞ্চয় অ্যাপস" চালু করা হয়েছে।

(৬) Stamp Act, 1899 & The Stamp Duties (Additional Modes of Payment) Act, 1974 এর আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২৮৭৯ কোটি ২২ লক্ষ টাকা রাজস্ব আহরণ করা হয়েছে। স্ট্যাম্প প্রশাসন অধিশাখা কর্তৃক ১৮ কোটি ৪০ লক্ষ পিস নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প, ০২ কোটি ১০ লক্ষ পিস কপি স্ট্যাম্প, ৪০ কোটি পিস রাজস্ব স্ট্যাম্প, ০১ কোটি ৮৯ লক্ষা পিস বিশেষ আঠালো স্ট্যাম্প, ০১ কোটি ৯৬ লক্ষ পিস বীমা স্ট্যাম্প, ০৭ কোটি ২০ লক্ষ পিস এ্যাডহেসিভ কোর্ট ফি স্ট্যাম্প, ১৬ লক্ষ ৬০ হাজার পিস ইম্প্রেসড কোর্ট ফি স্ট্যাম্প, ২৩ লক্ষ পিস যানবাহন জরিমানা স্ট্যাম্প, ২০ লক্ষ পিস বৈদেশিক (ফেরেন বিল) স্ট্যাম্প এবং ০৪ লক্ষ ২০ হাজার পিস দলিল প্রমাণক স্ট্যাম্প মুদ্রণের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

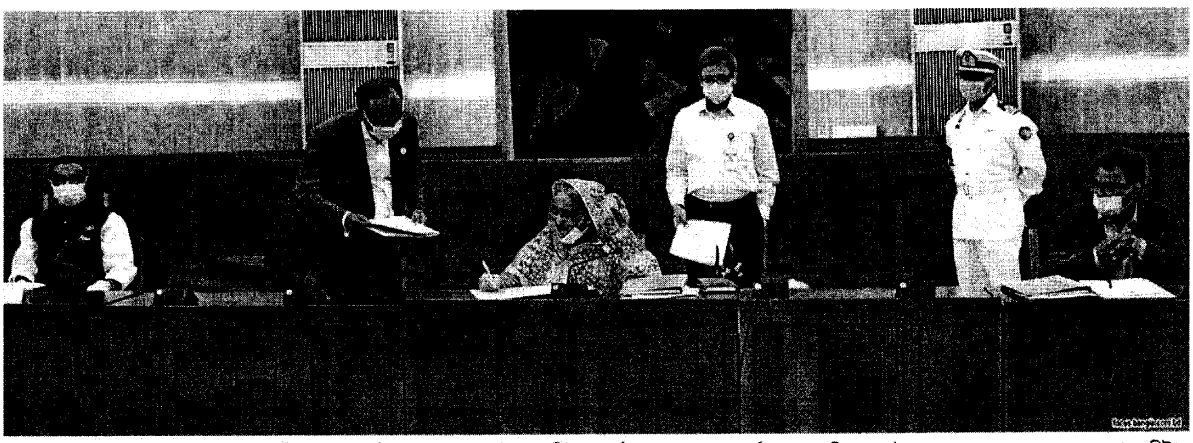

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৃহস্পতিবার দুপুরে জাতীয় সংসদের মন্ত্রীপরিষদ সভা কক্ষে বিশেষ মন্ত্রী সভার বৈঠকে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটের অনুমোদন দেন -ফোকাস বাংলা নিউজ

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড:

২০১৯-২০ অর্থবছরের রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন, অর্জন ও প্রবৃদ্ধি ঃ

(টাকার অংকসমূহ কোটি টাকায়)

অর্থবছর	লক্ষ্যমাত্রা	আহরণ	প্রবৃদ্ধি
২০১৭-২০১৮	২,২৫,০০০.০০	২,০২,৩১২.৯৪	১৭.৮৬%
২০১৮-২০১৯	২,৮০,০৬৩.০০	২,২৩,৮৯২.৪২	১০.৬৭%
২০১৯-২০২০	৩,০০,৫০০.০০	২,১৮,৬০৪.০৫	(-) ২.৩৬% ।

(মহাহিসাব নিয়ন্ত্রকের অফিস হতে ২০১৯-২০ অর্থবছরের চূড়ান্ত সমন্বিত হিসাব অদ্যাবধি না পাওয়ার প্রেক্ষিতে সাময়িক রাজস্বের তথ্য প্রদান করা হয়)

- ২০১৯-২০ অর্থবছরের রাজস্ব লক্ষ্যেমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে ৩,০০,৫০০.০০ কোটি টাকা। নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২০১৯-২০ অর্থবছরে আহরণ হয়েছে ২,১৮,৬০৪.০৫ কোটি টাকা,যা **লক্ষ্যমাত্রা** তুলনায় ৮১৮৯৫.৯৫ কোটি টাকা (২৭.২৫%) কম। লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে পূর্ববর্তী অর্থবছরের আহরণের(২,২৩,৪৬১.৮৯) কোটি টাকার তুলনায় প্রবৃদ্ধি ৩৪.২২% ।
- এছাড়া বর্তমান সংশোধিত **লক্ষ্যমাত্রা** পূর্ববর্তী অর্থবছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার (২,৮০,০৬৩.০০কোটি টাকা) তুলনায় ২০,৪৩৭.০০ কোটি বা ৭.৩০% বেশী।

লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে নানামূখী চ্যালেঞ্জ ঃ-

বাহ্যিক (external) ঃ

- ২০১৯-২০ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অন্যতম চ্যালেঞ্জ হলো নভেল করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯);
- ২০১৯-২০ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে জিডিপির প্রবৃদ্ধি ও সামষ্টিক অর্থনীতির ভিত্তি/সূচকসমূহ প্রাক্কলনের প্রকৃত বাস্তবায়ন পরিস্থিতি; উল্লেখ্য বিগত কয়েক বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন তথ্য হতে দেখা যায় যে, এডিপির বাজেট, হ্রাসকৃত হারে সংশোধন করা হয়েছে এবং সংশোধিত এডিপি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন হয়নি;
- আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পণ্যমূল্য হ্রাস/বৃদ্ধিজনিত অস্থিরতা;
- আমদানী রপ্তানি বাণিজ্যে মিথ্যা ঘোষণার প্রবণতা;
- আন্তঃ সংস্থা সমন্বয় ও সহযোগিতার অভাব;
- কর ফাঁকি প্রদানের প্রবণতা এবং স্বেচ্ছা পরিপালনের অভাব।

অভ্যন্তরীণ (internal) ঃ-

- পর্যাপ্ত ডিজিটালাইজেশন/অটোমেশন এর সীমাবদ্ধতা;
- প্রশিক্ষিত ও পর্যাপ্ত মানবসম্পদের অপ্রতুলতা;
- সঠিক ও যথাযথভাবে কর নির্ধারণ;
- আধুনিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার অপর্যাপ্ত প্রয়োগ;
- আধুনিক পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট এর স্বল্প প্রয়োগ;
- আমদানি ও খালাস তথ্যের সমন্বয়ের অভাব;
- অপর্যাপ্ত নিলাম কার্যক্রম;
- মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রিতা;
- সহযোগী দপ্তরগুলোর কার্যকর সমন্বয় ও সহযোগিতার অভাব;
- কাঠামোবদ্ধ (structured) পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ এর অভাব;
- সঠিক ও যথাযথ কর নির্ধারণে সীমাবদ্ধতা;
- বিভিন্ন সরকারী দপ্তর (পেট্রোবাংলা, বিপিসি, পাসপোর্ট অধিদপ্তর) এর নিকট বকেয়া পাওনা দীর্ঘসূত্রিতা।

চ্যালেঞ্জ উত্তরণে কৌশলসমূহ :-

- ২০১৯-২০ অর্থবছরে, অব্যহতি প্রত্যাহার করা হয়েছে,অথবা নতুনভাবে কর আরোপ বা বৃদ্ধি করা হয়েছে, অথবা মূল্য বৃদ্ধি বা অন্য কোন ভাবে কর বৃদ্ধির লক্ষ্যে আইনী পরিবর্তন আনা হয়েছে এমন খাত/প্রতিষ্ঠানের অতিরিক্ত প্রদেয় কর আহরণ মনিটরিং করা;
- রাজস্ব প্রদানের দিক থেকে বৃহৎ ৫০টি প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত রাজস্ব আহরণ যথাযথ মনিটরিং;

- উৎসে কর কর্তনকারী কর্তৃপক্ষদের সাথে সমন্বয়পূর্বক সঠিকভাবে কর কর্তন ও জমাদানের বিষয়টি নিশ্চিত করা;
- নিরঙ্কুশ বকেয়া আহরণ নিশ্চিত করা;
- বিপিসি, পেট্রোবাংলা ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের নিকট প্রাপ্য বকেয়া আদায়ে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ ও লিয়াঁজো করা;
- এডিআরসহ বিরোধ নিষ্পত্তি গতিশীলকরণ;
- জরীপ কার্যক্রমের মাধ্যমে নতুন করদাতা বৃদ্ধির জন্য জরীপের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন;
- বৃহৎ রীট মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বিজ্ঞ এ্যাটর্নি জেনারেল অফিস ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আইন কর্মকর্তার সাথে সমন্বয় করে মামলাসমূহ নিষ্পত্তি;
- e-TIN প্রোগ্রামের বিদ্যমান Capacity ৩০ লক্ষ হতে বৃদ্ধি করে পর্যাপ্ত সীমায় উন্নীত করা;
- সহযোগি দপ্তরের সাথে কর সংক্রান্ত তথ্যের পারস্পরিক বিনিময় নিশ্চিত করে সম্ভাব্য ফাঁকি উদঘাটন করা;
- উপজেলা পর্যায়ে নতুন সার্কেল স্থাপনের মাধ্যমে করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধি করা;
- ট্রান্সফার প্রাইসিং ও বিদেশী নাগরিকদের প্রযোজ্য কর আদায়ের বিষয়ে মনিটরিং জোরদার করা;
- আস্থা সৃষ্টি ও স্বেচ্ছাপরিপালন বৃদ্ধিকল্পে স্টেকহোল্ডারদের সাথে পার্টনারশীপ ডায়ালগ অব্যাহত রাখা; প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার উন্নয়নপূর্বক সেবার মান বৃদ্ধি ও কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা;
- নিয়মিতভাবে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের On the Job Training এর ব্যবস্থা গ্রহণ;
- শুন্য পদে নিয়োগ প্রদান, নিয়মিত পদোন্নতি, বদলীসহ অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী ভৌত সুবিধাদি নিশ্চিত করা।

রাজস্ব ভবন নির্মাণ ঃ

রাজস্ব বিভাগে বিদ্যমান অবকাঠামোগত দূর্বলতা নিরসনের লক্ষ্যে ঢাকাস্থ শেরে বাংলা নগরে ১২ তলা বিশিষ্ট ভবন নিমার্ণের জন্য ''জাতীয় রাজস্ব ভবন নির্মাণ'' শীর্ষক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর অধীনে একটি বিনিয়োগ প্রকল্প ২০০৯ সালে গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের অধীনে ইতোমধ্যে ঢাকার আগারগাঁও এ একটি ১২ তলা ভবন নির্মাণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

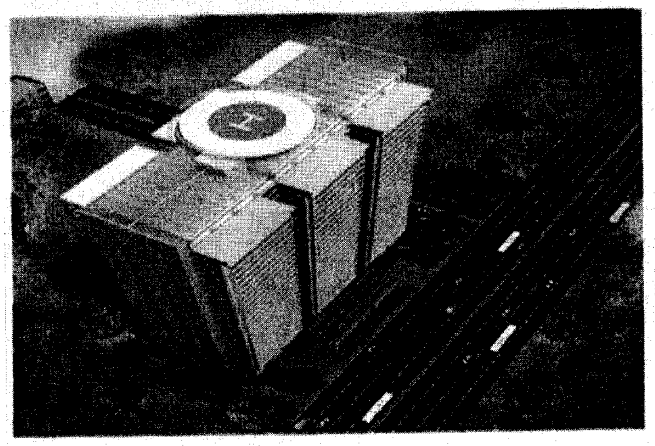

এছাড়া, চট্টগ্রামে ৪০ তলা ভবন নিমার্ণের একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে, যার কার্যক্রম চলছে।

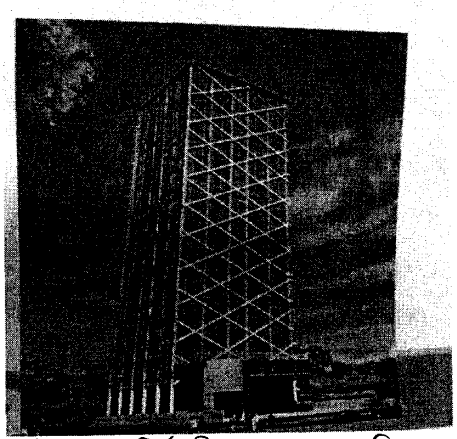

চট্টগ্রামে এ নির্মণাধীন কর ভবনের ছবি

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ভবিষ্যৎ সংস্কার পরিকল্পনাঃ-

- মূসক প্রশাসনকে অনলাইনভিত্তিক করার জন্য VAT Online Project গ্রহণ ও এর আওতায় অনলাইন মূসক ব্যবস্থা চালুকরণ, এবং IVAS (Integrated VAT Accounting System) পদ্ধতি বাস্তবায়ন;
- VAT Online Project এর আওতায়, অনলইন ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন প্রদান ও অনলাইনে ভ্যাট রিটার্ন ফাইলিং;
- আন্তর্জাতিক কাস্টমস রীতিনীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রণীত নতুন কাস্টমস আইন ২০১৬ বাস্তবায়ন;
- সকল স্থল শুল্ক স্টেশনে এসাইকুডা (ASYCUDA) ওয়ার্ল্ড সিস্টেম সম্প্রসারণ;
- কাস্টমস এর ক্ষেত্রে শুল্ক ব্যবস্থা আধুনিকায়নের লক্ষ্যে Online National single window (NSW), Post clearance Audit এবং Advance Ruling (AR), Authorized Economic Operator(AEO), এ বাস্তবায়ন এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে গতিশীলতা বৃদ্ধি;
- বিদ্যমান আয়কর আইনকে আধুনিক যুগোপযোগী ও সহজ করার লক্ষ্যে নতুন "Direct Tax Code" প্রণয়ন;
- SGMP প্রকল্পের আওতায় অনলাইনে আয়কর রিটার্ণ দাখিলের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন;
- আয়করের উৎসে কর্তন মনিটরিং জোরদার করার লক্ষ্যে "স্বতন্ত্র উৎসে কর কর্তন পরিবীক্ষণ অঞ্চল" বাস্তবায়ন;
- আয়করে e-Payment পদ্ধতির সম্প্রসারণ;
- ট্রান্সফার প্রাইসিং ও এন্টি মানি লন্ডারিং কার্যক্রম সক্রিয়করণ;
- বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির (ADR) সক্রিয় করার মাধ্যমে মামলায় আটককৃত রাজস্ব আহরণজোরদার করা;
- তথ্য প্রযুক্তি (আইসিটি) অবকাঠামো বিনির্মাণ ও অটোমেশন কার্যক্রমসহ জোরদারকরণ;
- করনেট (ট্যাক্সনেট) সম্প্রসারণ, কর ফাঁকি রোধ এবং আইন ও কর প্রদান পদ্ধতি সহজীকরণ;
- কর শিক্ষা, বিজ্ঞাপন ও প্রচার প্রচারণা এবং ট্যাক্সপেয়ার্স সার্ভিস বৃদ্ধি;
- উচ্চ আদালতের পেন্ডিং মামলাসমূহ নিষ্পত্তি ও সংশ্লিষ্ট রাজস্ব আহরণ;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি।

প্রশাসনিক সংস্কারঃ-

- উৎসে কর ব্যবস্থাপনা আরও কার্যকর করার জন্য একটি নতুন উৎস কর ইউনিট স্থাপন;
- ইলেক্ট্রনিক উৎস কর ব্যবস্থা প্রচলন;
- তথ্যপ্রযুক্তির অগ্রযাত্রার সাথে তাল মিলিয়ে একটি আধুনিক ও প্রযুক্তিমুখী কর তথ্য ইউনিট গঠন, যা দেশের অন্যান্য সিস্টেমের সাথে আন্তঃ সংযুক্ত থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তথ্য লাভ করবে এবং কর ফাঁকি উদঘাটন ও করদাতা চিহ্নিতকরণে কাজ করবে; এবং
- আন্তর্জাতিক কর ফাঁকি রোধ এবং বিদেশে পাচারকৃত অর্থ ও তার উপর প্রযোজ্য কর পুনরুদ্ধারে আন্তর্জাতিক করের উপযুক্ত ও কার্যকর একটি প্রশাসনিক কাঠামো সৃজন।

জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর:

- ২০১৯-২০ অর্থবছরে ক) সঞ্চয়পত্র বিধিমালা, ১৯৭৭-এর বাংলা অনুবাদ; এবং খ) সঞ্চয়পত্রের জন্য একটি সমন্বিত বিধিমালা প্রণয়ন;
- ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরের সঞ্চয়পত্রের বিভিন্ন স্কীমে নীট বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রার পরিমাণ ছিল মাত্র ২,৫১৮ কোটি টাকা যা ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বেড়ে দাড়িয়েছে ১১,৯৯৬ কোটি টাকা। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে জাতীয় সঞ্চয়স্কীমের মাধ্যমে সঞ্চয় আহরণরে মোট লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৬৪,৩৬৪.৯০ কোটি টাকা। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে মোট অর্জন ৫৭,৮০৪.৯৫ কোটি টাকা। অনুরূপভাবে উক্ত অর্থ বছরে সঞ্চয় আহরণে নীট লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১১,৯৯৬ কোটি টাকা, যার বিপরীতে নীট র্অজন ১১,০১১.০৯ কোটি টাকা।

	২০১৯-২০ অর্থ বছর এর লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন (কোটি টাকা)			
	জমা	মূল পরিশোধ	মুনাফা পরিঃ	নীট
লক্ষ্যমাত্রা	৬৪,৩৬৪.৯০	৩৭,৩৬৪.৯০	৩২,৮০০.০০	১১,৯৯৬.০০
অর্জন	৫৭,৮০৪.৯৫	৪৬,৭৯৩.৮৫	২৫,৩৩৮.৬৪	১১,০১১.০৯

সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে আহরিত অর্থ দেশের ঘাটতি বাজেটে অর্থায়নসহ জাতীয় উন্নয়নে ব্যবহৃত হচ্ছে।

- জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তরকে ''জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর''- এ উন্নীতকরণ করার ফলে নতুন জনবলের ক্ষেত্র সৃষ্টি হয় এবং জনগণের দোর গোড়ায় জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের সেবা পৌছানো সম্ভব হয়েছে।
- জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরে ৮৪ (চুরাশি)টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং যথাক্রমে বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহে ৪ টি নতুন বিভাগীয় কার্যালয় চালু করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিভাগের জনসাধারণ খুব সহজেই জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের সেবা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে।
- জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের অধীন নতুন ৪(চার) টি বিশেষ সঞ্চয় ব্যুরো যথাক্রমে ঢাকা জেলার উত্তরা ও যাত্রাবাড়ী, চট্টগ্রাম জেলার বহদ্দারহাট এবং কুমিল্লায় চালুকরণের প্রশাসনিক অনুমতি পাওয়া গেছে। ইতোমধ্যে ৪ (চার) টি জাতীয় সঞ্চয় বিশেষ ব্যুরো চালু করা হয়েছে।
- ২০৪ জন কর্মচারীকে বিভিন্ন গ্রেডে নিয়োগ, ১৯৫ জন কর্মচারীকে পদোন্নতি, প্রথম শ্রেণির ৪৩ জন, দ্বিতীয় শ্রেণির ২৩ জনকে সিলেকশন গ্রেড, প্রথম শ্রেণির ২৮ জনকে উচ্চতর গ্রেড, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির ২৩ জনকে টাইম স্কেল প্রদান এবং জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের ৮১ টি ''সঞ্চয় অফিসার'' এর পদকে দ্বিতীয় শ্রেণির গেজেটেড পদমর্যাদা প্রদান করা হয়েছে।
- জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরে ওয়েব সাইট খোলা হয়েছে এবং ওয়েবসাইটে সিটিজেন চার্টার, সঞ্চয়স্কিমের মুনাফা হার, সঞ্চয়স্কিমের ক্রয় ফরম, প্রাইজবন্ডের ফলাফল, নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যাবলীর হালনাগাদ তথ্য প্রদর্শন করা হচ্ছে।
- অটোমেশন ব্যবস্থা চালুর লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ের পদক্ষেপ হিসাবে ১৮৩ টি কম্পিউটার, ০১ টি প্রজেক্টর মেশিন টিওএন্ডই-তে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এতে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সহায়ক হচ্ছে।
- জাতীয় সঞ্চয় বিভাগীয় কার্যালয়, সিলেট/বরিশাল/রংপুর এ ব্যবহারের নিমিত্ত নতুন করে ০৩ (তিন) টি মাইক্রোবাস টিওএন্ডই-তে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।
- মহিলাদের জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করার জন্য সর্বাধিক মুনাফার হারে "পরিবার সঞ্চয়পত্র" পুনঃপ্রবর্তন করা হয়েছে। পরিবার সঞ্চয়পত্র পুনঃপ্রবর্তনে মহিলারা আত্মনির্ভরশীলতার লক্ষ্যে ব্যপকভাবে বিনিয়োগে আগ্রহী হচ্ছে।
- জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের জন্য টিওএন্ডই-তে বিদ্যমান ৪টি সিনেমা ভ্যানের পরিবর্তে ৪টি মাইক্রোবাস প্রতিস্থাপন করা হয়েছে এবং ০১ টি জিপ গাড়ী টিওএন্ডই-তে অন্তর্ভূক্তপূর্বক ক্রয় করা হয়েছে। আওতাধীন অফিসসমূহের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা সহজ হয়েছে।
- কম্পিউটার বান্ধব সঞ্চয়পত্র লেনদেন ও গ্রাহক সেবা সহজিকরণের লক্ষ্যে জাতীয় সঞ্চয় ব্যুরোগুলোতে ই-সেভিংস সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে। এতে করে স্বল্প সময়ে অধিক সংখ্যক গ্রাহক সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।-
- ২০০৮-০৯ অর্থ বছর হতে প্রতি বছর বাংলাদেশ ব্যাংকের ৮টি শাখার অধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, ডাকঘর ও সঞ্চয় ব্যুরোর কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে বছরে ৮টি প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে -০৩টি দপ্তরের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের সমন্বয় সাধন হচ্ছে। এতে আন্তঃসংযোগের সাথে সাথে কর্মকর্তাদের কর্মকালীন উদ্ভুত সমস্যাদির সমাধানও দেয়া হচ্ছে। ফলে কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বিভিন্ন জটিল বিষয়াদির দ্রুত সমাধান ঘটছে এবং কাজের মান ও গ্রাহকদের সেবা প্রদান সহজতর হচ্ছে।
- দ্রুততম গ্রাহকসেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে অটোমেশন পদ্ধতি চালু করার লক্ষ্যে ২৫০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের বাংলাদেশের যে কোন নাগরিক (পুরুষ ও মহিলা) এবং যে কোন বয়সের শারীরিক প্রতিবন্ধী (পুরুষ ও মহিলা)-কে পরিবার সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগের সুবিধা দেয়া হয়েছে। এতে করে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ দু'টি জনগোষ্ঠীর লালিত স্বপ্নের বাস্তবায়ন হচ্ছে।
- স্বল্প আয়ের মহিলাদের সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে গ্রামীণ এলাকায় নিয়মিত উঠান বৈঠকের আয়োজন করা হচ্ছে। এতে মহিলারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার পাশাপাশি স্বল্প আয়ের মহিলাদেরকে সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ে আনা সম্ভব হচ্ছে।
- জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহকে সি সি টিভি ক্যামেরার আওতায় এনে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হচ্ছে। সঞ্চয়পত্রের অধিক নিরাপত্তার লক্ষ্যে অত্র অধিদপ্তরের সঞ্চয়পত্র রাখার ভোল্টে আরও দু'টি সি সি টিভি ক্যামেরা সংযোজন করা হয়েছে।
- ইতোমধ্যেই সারাদেশ ব্যাপী স্বল্প আয়ের সাধারণ মানুষকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে তাদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং সম্পূর্ণ অটোমেশন পদ্ধতিতে দ্রুততম সময়ের মধ্যে নির্ভুলভাবে কাঙ্ক্ষিত গ্রাহক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর কর্তৃক জাতীয় সঞ্চয়পত্র স্কিমের **অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম** চালু করা হয়েছে।
- ২০১৭-২০১৯ সাল পর্যন্ত জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর কর্তৃক ইতোমধ্যেই ২১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে **শুদ্ধাচার পুরস্কার** প্রদান করা হয়েছে।

➢ মুজিব শতবর্ষ উদযাপনের নিমিত্ত ইতোমধ্যেই বিভিন্ন কর্মসূচী প্রণয়ন করা হয়েছে এবং তা ব্যস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, ২০১৪ সালে জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তর হতে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরে উন্নিত হয় কিন্তু জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের নিজেস্ব কোন ভবন নাই। অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের জন্য ঢাকার পুরানা পল্টনস্থ একটি বহুতল ভবনের ১টি ফ্লোর ভাড়া নিয়ে অফিস পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিমাসে এর ভাড়া প্রায় ৭ (সাত) লক্ষ টাকা হারে বছরে প্রায় ৮৪ (চুরাশি) লক্ষ টাকা ব্যয় হয়; যা সরকারের জন্য অত্যন্ত ব্যয়বহুল। মাঠ পর্যায়ে ৬৪ টি জেলায় এবং ১১ টি বিশেষ ব্যুরোতে এর কার্যক্রম বিস্তৃত আছে। মাঠ পর্যায়ে ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ কর্মরত আছেন। তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য কোন প্রশিক্ষণ একাডেমি নাই। অধিদপ্তরের অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী এখনো অনেক কর্মকর্তা/কর্মচারী পদায়ণ করা সম্ভব হয়নি যেমন পিয়ন, ঝাড়ুদার/সুইপার, নাইটগার্ড। মাঠ পর্যায়ে পর্যাপ্ত জনবলের অভাব রয়েছে।এতে করে অর্গানোগ্রামে ঝাড়ুদার/সুইপার, নাইড গার্ড, পিওন পদ সৃষ্টিসহ এসব পদে জনবল নিয়োগ অত্যান্ত জরুরী হয়ে পড়েছে)।

ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনাল:

(ক) আয়কর সংক্রান্ত বিভাগীয় ব্যবস্থাপনায় ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল সর্বোচ্চ আপীল ফোরাম। ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল সামগ্রিক আয়কর ব্যবস্থাপনার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে করদাতা ও আয়কর বিভাগের মধ্যে আয়কর সংক্রান্ত বিরোধ নিস্পত্তিপূর্বক আয়কর আহরণ কার্যক্রমকে তরান্বিত ও গতিশীল করে সরকারের রাজস্ব আদায় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। কর আপীল অঞ্চল কর্তৃক নিস্পত্তিকৃত কর আদেশের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ পক্ষগণ (করদাতা ও কর বিভাগ) এ ট্রাইবুনালে মামলা দায়ের করে থাকেন। যে মাসে কর মামলা দায়ের করা হয়, সে মাসের শেষ তারিখ হতে ৬'মাসের মধ্যে নিস্পত্তি করা এবং কর আদেশের তারিখ হতে রায়ের কপি ১'মাসের মধ্যে পক্ষগণের নিকট জারী করা আইনের মাধ্যমে বাধ্যবাধকতা করা হয়েছে। এ ধারাবাহিকতায় ট্রাইবুনালে দাখিলকৃত কর সংক্রান্ত মামলাগুলো শুনানী ও নিস্পত্তিকরণসহ প্রশাসনিক গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ড সম্পন্ন করা হচেছ।
করমামলা দায়ের ও নিস্পত্তি সংক্রান্ত (বিকল্প বিরোধ মামলা সংক্রান্ত তথ্যসহ) ২০১৯-২০২০ মাসের প্রতিবেদন নিম্নরুপ:

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের শেষে অবশিষ্ট কর মামলা :	১৯৩৫ টি
২০১৯-২০২০ অর্থবছরের দায়েরকৃত কর মামলা :	৬৪৯৬ টি
২০১৯-২০২০ অর্থবছরের নিস্পত্তিকৃত কর মামলা :	৬৬৮৬ টি
২০১৯-২০২০ অর্থবছরের এডিআর কর্তৃক অমিমাংষিত পুনঃজীবিত	৪৪ টি
২০১৯-২০২০ অর্থবছরের এডিআর এ অনুমোদনকৃত মামলা :	১১৫ টি
২০১৯-২০২০ অর্থবছর শেষে অবশিষ্ট কর মামলা :	১৬৭৪টি

(খ) গর্ভন্যান্স বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ট্রাইবুনালে নৈতিকতা কমিটি ফোকাল পয়েন্ট এবং তথ্য প্রদান ইউনিট হালনাগাদকরণসহ ইন্টারনেট সুবিধা, সিটিজেন চার্টার প্রণয়নপূর্বক ওয়েবসাইটে প্রকাশসহ দেয়ালে টাংগানো, ওয়েবসাইট হালনাগাদ কার্যক্রম চলমান আছে। ওয়েবসাইটে ট্রাইবুনাল সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য, তথ্য প্রদান ইউনিট এর নাম, কর্মকর্তার নাম ও ঠিকানা, ফোকাল পয়েন্টের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও ঠিকানা প্রকাশ করা হয়েছে। যার ফলে জনগণ ট্রাইবুনাল সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সরাসরি জানতে পারছে। প্রশাসনিক কাজের গতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের নিমিত্তে নৈতিকতা কমিটির সভা ও ফোকাল পয়েন্টের সভা, স্টেকহোল্ডারদের সাথে সভা, গণ শুনানী সংক্রান্ত সভা, পোস্টার এবং কর মামলা শুনানী ও নিস্পত্তির বিষয়ে বিজ্ঞ সদস্যদের নিয়ে সভা অনুষ্ঠিত হচেছ। মতামত বক্স দৃশ্যমান স্থানে স্থাপনপূর্বক নির্দিষ্ট মতামত সম্বলিত ফরম এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির খসড়া অনুমোদন এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদন, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং উদ্ভাবন মূল্যায়ন প্রতিবেদন এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

(গ) ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের অনুকূলে বরাদ্দকৃত বাজেট যথানিয়মে ব্যয় করা হচ্ছে। ব্যয় সংক্রান্ত যাবতীয় নথি সংরক্ষণ করা হচ্ছে। তাছাড়া যাবতীয় প্রতিবেদন, তথ্য এবং নন-ট্যাক্স আদায় সংক্রান্ত তথ্য প্রতি মাসে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগে এবং ব্যয় সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার অফিসে দাখিল করা হচ্ছে।

(ঘ) আইবাস ++ বাজেট ও ই-জিপিতে টেন্ডার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

(ঙ) বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে হাজিরার ব্যবস্থা করা হয়েছে, প্রতিটি দ্বৈত বেঞ্চে হেল্প ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে এবং ফেইসবুক পেইজ খোলা হয়েছে।

(চ) ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল জাতীয় তথ্য বাতায়নে অর্ন্তভূক্ত হয়েছে।

(ছ) বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপনসহ মুজিববর্ষ উপলক্ষে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল:

কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল কাস্টমস ও ভ্যাট বিষয়ক মামলা নিষ্পত্তির জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের অধীনে একটি বিচারিক আদালত্ অর্থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৮ (৯) বলে দি কাস্টমস, এ্যাক্ট, ১৯৯৫ সালে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল কার্যক্রম শুরু করে। এই আপীলাত ট্রাইব্যুনাল দি কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯ এর ধারা ১৯৬ সি (৮) মোতাবেক একটি দেওয়ানী আদালত হিসাবে গণ্য। সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী বর্তমানে ট্রাইব্যুনালে ০৪ (চার) টি বেঞ্চ সক্রিয় আছে। ট্রাইব্যুনালে প্রতিটি বেঞ্চ এক জন টেকনিক্যাল সদস্য এবং এক জন জুডিশিয়াল সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত। ট্রাইব্যুনালের ০৪ (চার) টি বেঞ্চ কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল, জীবন বীমা ভবন (৪র্থ তলা), ১০ দিলকুশা বা/এ ঢাকা-১০০০ এ অবস্থিত। এছাড়া, ঢাকার বাহিরে কোন বেঞ্চ নেই। কাস্টমস ও ভ্যাট সংক্রান্ত মামলা গ্রহণের পর প্রেসিডেন্ট কর্তৃক বিভিন্ন বেঞ্চে বন্টন করা হয়। পরবর্তীতে বেঞ্চ ভিত্তিক মামলা শুনানীঅন্তে নিষ্পত্তি করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে গৃহীত ও নিষ্পত্তিকৃত মামলার বিবরণ নিম্নরূপ:

গৃহীত মোট মামলা	শুনানী গ্রহণ	নিষ্পত্তিকৃত মামলা	আদেশ জারীকরণ
৬১৯	২০৪৬	৮২১	৮২১

৯.৩ ২০১৯-২০ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি সম্পাদনে বড় রকমের কোন সমস্যা/সঙ্কটের আশঙ্কা করা হলে তার বিবরণ **(সাধারণ/রুটিন প্রকৃতির সমস্যা/সঙ্কট উল্লেখের প্রয়োজন নেই; উদাহরণ: পদ সৃজন, শূন্যপদ পূরণ ইত্যাদি): (১)** ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনালে ১'টি প্রোগ্রামার ও ২টি সহকারী প্রোগ্রামার পদ সৃজনের কার্যক্রম চলমান আছে। উল্লেখ্য বর্ণিত প্রস্তাবটি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।

(২) সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূন্য ২টি সহকারী রেজিষ্ট্রার পদ পিএসসির মাধ্যমে জরুরী ভিত্তিতে নিয়োগ করা সম্ভব না হলে প্রসাসনিক কাজে স্থবিরতা দেখা দিবে।

(৩) শূন্য পদে নিয়োগ কার্যক্রমে প্রধান বাধা সংশ্লিষ্ট মামলা সমূহ যথা সময়ে নিষ্পত্তি না হলে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির পদে কর্মচারীর অভাবে প্রশাসনিক কার্যক্রমে স্থবিরতা দেখা দিবে।

(১০) মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশ্য সাধন সংক্রান্ত

১০.১ ২০১৯-২০ অর্থবছরের কার্যাবলির মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের আরদ্ধ উদ্দেশ্যাবলি সন্তোষজনকভাবে সাধিত হয়েছে কি?: অত্র ট্রাইবুনালে ২০১৯-২০ অর্থ-বছরের কার্যাবলির মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের আরদ্ধ উদ্দেশ্যাবলি সন্তোষজনকভাবে সাধিত হয়েছে।

১০.২ উদ্দেশ্যাবলি সাধিত না হয়ে থাকলে তার কারণসমূহ : প্রযোজ্য নহে।

১০.৩ মন্ত্রণালয়ের আরদ্ধ উদ্দেশ্যাবলি আরও দক্ষতা ও সাফল্যের সঙ্গে সাধন করার লক্ষ্যে যে সব ব্যবস্থা/পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে, সে সম্পর্কে মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ: সাংগঠনিক কাঠামোতে ১'টি সিস্টেম এনালিস্ট, ১'টি প্রোগ্রামার ও ১টি সহকারী প্রোগ্রামার পদ পূরণ হলে মন্ত্রণালয়ের আরদ্ধ উদ্দেশ্যাবলি আরও দক্ষতা ও সাফল্যের সঙ্গে সাধন করা যেতে পারে।

ভ্যাট সংক্রান্ত:

ক) সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার স্বার্থে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণে বর্তমান সরকারের উল্লেখযোগ্য সাফল্য হচ্ছে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর কার্যকরভাবে বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ;

খ) গত দশ বছরে রাজস্ব ৩ গুণের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। অভ্যন্তরীণ সম্পদআহরণের হার বৃদ্ধিকল্পে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। রাজস্ব খাতে আধুনিকায়ন ও রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে VAT Online Project চলমান রয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় Online VAT Registration, Online VAT Return দাখিলসহ সমগ্র ভ্যাট ব্যবস্থাপনাটি একটি কম্পিউটারাইজড সিস্টেমের আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে COTS সফটওয়্যার Configuration, Installation, Operation & Maintenace এর মাধ্যমে সামগ্রিক ভ্যাট ব্যবস্থাকে প্রযুক্তি নির্ভর করার প্রয়াস নেয়া হচ্ছে। এপ্রিল'২০১৯ এ পরীক্ষামূলকভাবে LTU করদাতাদের জন্য অনলাইনে ভ্যাট রিটার্ন জমা দেওয়ার পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সরকার জুলাই'২০১৯ হতে নতুন ভ্যাট আইন বাস্তবায়ন করা হয়েছে। VAT Online প্রকল্পের আওতায় EFD (Electronic Fiscal Device) মেশিন চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

কর সংক্রান্ত:

- ০১ জুলাই, ২০১৩ থেকে সম্মানিত করদাতাগণ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে অন-লাইন রেজিস্ট্রেশন/রি-রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে আয়কর অফিসে না এসেই ঘরে অথবা বিশ্বের যে কোন প্রান্ত থেকেই করদাতা হিসেবে নিবন্ধিত হচ্ছেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে টিআইএন সনদের প্রিন্ট নিতে পারছেন।
- করদাতাদের ওয়ান স্টপ সার্ভিস নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ৮টি বিভাগীয় শহরসহ কুমিল্লা ও বগুড়াতে "কর তথ্য ও সেবা কেন্দ্র" চালু করেছে। করদাতাদের সুবিধার্থে আরো ২ টি "কর তথ্য ও সেবা কেন্দ্র" যথাক্রমে কর অঞ্চল-৯, ঢাকা'র উত্তরা অফিসে এবং যশোরে চালুর প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
- সারা দেশ হতে সঠিকভাবে আয়কর আদায়ের লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের আমলে কর বিভাগের ব্যাপক সম্প্রসারণ হয়েছে এবং উপজেলা পর্যায়ে এবং গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কেন্দ্রসমূহে আয়কর অফিস চালু করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সকল উপজেলাতে আয়কর অফিস স্থাপনের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।
- সম্মানিত করদাতাগণের অন-লাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিল এবং সঠিকভাবে কর পরিগণনার জন্য বাস্তবায়নাধীন SGMP (Strengthening Governance Management Programme) প্রকল্পটি বিগত ০১/১১/২০১৬ তারিখে করদাতাদের ব্যবহারের জন্য উদ্বোধন করা হয়। www.etaxnbr.gov.bd ওয়েব সাইটের মাধ্যমে বিশ্বের যে কোন প্রান্ত থেকে করদাতা আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন এবং অনলাইনে তাৎক্ষনিকভাবেই আয়কর সনদ পাবেন। এছাড়াও অনলাইনে আয়কর প্রদান করার জন্য পৃথক একটি e-Payment পোর্টাল চালু রয়েছে।
- অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণের গুরুত্ব বর্ণনা করে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় এ সংক্রান্ত প্রচারণা চালানো।
- বৃহৎ অংকের বকেয়া করদাতাদের তালিকা প্রস্তুত করা এবং বকেয়া কর আদায়ের ব্যবস্থাকরণ;
- বৃহৎ অংকের রাজস্ব সংশ্লিষ্ট হাইকোর্টে বিচারাধীন রীট/রেফারেন্স মামলা নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ।
- রাজস্ব সংশ্লিষ্ট অডিট মামলা নির্বাচন, দ্রুত নিষ্পত্তি, দাবী সৃষ্টি ও তা হতে চলতি অর্থবছরের মধ্যে রাজস্ব আদায়ের উদ্যোগ গ্রহণ।
- প্রতিটি কর অঞ্চলের TDS Monitoring Team গঠনের মাধ্যমে কর আদায় পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করা।
- জরীপ কার্যক্রম পরিচালনা, টিআইএন (TIN) ইস্যু এবং করদাতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে নতুন করদাতা হতে কর বৃদ্ধির কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

শুল্ক সংক্রান্ত:

- পাকিস্তান আমলে প্রণীত "Custom Act 1969" সংশোধন, পরিমার্জন ও যুগোপযোগী করে "কাস্টম আইন ২০২০" পাশের জন্য জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হয়েছে।
- National Single Window (NSW) এর পূর্ণ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য সহজীকরণ করা।
- ASYCUDA World সফটওয়্যার এর ব্যবহারে মিথ্যা ঘোষণার মাধ্যমে শুল্ক করাদি ফাঁকি বন্ধ করা।
- Alternative Dispute Resolution (ADR) এর মাধ্যমে অনিষ্পন্ন মামলা নিষ্পন্ন করা।
- রাজস্ব ফাঁকি রোধে সকল কাস্টম হাউস ও স্টেশনে স্ক্যানারের ব্যবহার নিশ্চিত করার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

০৪/০৮/2020

(আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম)
সিনিয়র সচিব